



# পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

ফেব্রুয়ারি/২০২০

## শাহপরীর দ্বীপে প্রতিরক্ষা বাঁধ -খুশিতে এলাকাবাসী



### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

শাহপরীর দ্বীপে প্রতিরক্ষা বাঁধ পরিদর্শন করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক কক্সবাজার জেলার শাহপরীর দ্বীপে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয় ১৯৬৮-৭০ সালে বঙ্গোপসাগর হতে লবণাক্ত পানি রোধকল্পে এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পোল্ডার ৬৮ নামে একটি পোল্ডার নির্মাণ করা হয়। পোল্ডারটি নির্মাণের পর হতে বড় ধরনের কোন পূর্ববাসন কাজ হাতে না নেওয়ার ফলে বাঁধটি দুর্বল হয়ে পড়ে। টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপের এ পোল্ডারে সী-ডাইক অংশে ২০১২ সালের জুন মাসে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলে উদ্ভূত ভারি বর্ষণ এবং সাগরের তীব্র ঢেউয়ের আঘাতে প্রায় দুই কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ভেঙ্গে যায়। উক্ত ভাঙ্গা অংশে ক্রমাগত সাগরের নোনা পানি পোল্ডারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে ফসল, রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি, চিংড়ি চাষসহ প্রকল্প এলাকায় লবণ চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানির প্রবল চাপে টেকনাফ ও শাহপরীর দ্বীপের একমাত্র সংযোগ সড়কটির অংশবিশেষ ভেঙ্গে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে উক্ত এলাকার সী-ডাইক উন্মুক্ত

অংশের প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ সী-ডাইক পুনঃনির্মাণের জন্য এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এতে রক্ষা পাবে দ্বীপে বসবাসরত ৪০ হাজার মানুষ, ১০ হাজার একর ফসলী জমি, চিংড়ি ঘের, লবণ মাঠ, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও দ্বীপের একমাত্র চলাচল যোগ্য রাস্তাটি। ইতোপূর্বে অরক্ষিত বাঁধ দিয়ে সাগরের নোনা পানি প্রবেশ করায় কোটি কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে শাহপরীর দ্বীপের মানুষের। পোল্ডার নং-৬৮ এর সী-ডাইক অংশে ৩ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙ্গে লগ-ভগ হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ হলে সুফল পাবে অবহেলিত দ্বীপবাসী। কক্সবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূত্রে জানা যায়, ১৯৬৮-৭০ সালে নির্মিত বাঁধ, ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড় এবং ২০১২ সালের জুন মাসে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলে ভারি বর্ষণ ও সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে শাহপরীর দ্বীপে ৩ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে যায়। প্রতিনিয়ত জোয়ার ভাটা চলে পুরো দ্বীপ এলাকায়। এতে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে অরক্ষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশে প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ সী-ডাইক

পুনঃ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়, যা বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। জানা যায়, এখানে ৩ দশমিক শূন্য ৮ কিলোমিটার ভাঙা বাঁধের মধ্যে ২ দশমিক ৮৮ কিলোমিটার এলাকায় নির্মিত হবে প্রতিরক্ষা মূলক বাঁধ। বাঁধের সমুদ্রতীর অংশে বসানো হবে ১ লাখ ২২ হাজার সিসি ব্লক। এ ছাড়া বাঁধের সামনের অংশে সাগরে ডাম্পিং করা হবে ৭৪ হাজার সিসি ব্লক, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত থেকে রক্ষা করবে পুরো ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধটিকে। বর্তমানে কাজের ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ আগামী বর্ষের আগে শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিকল্পনা (বর্তমানে মহাপরিচালক) এ. এম আমিনুল হক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম মীর মোশারফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামী সহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৮ ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে পুরস্কার প্রদান



জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৮ ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে ২ জন সেরা উদ্ভাবককে ২০১৮ এর ট্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ প্রদান করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ মোতাহার হোসেনকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১-১০ম গ্রেড কর্মকর্তাদের মধ্যে মনোনীত

শুদ্ধাচার পুরস্কার, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক ও যুগ্ম-সচিব মোঃ মাহমুদুল ইসলামকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংস্থা প্রধানগণদের মধ্যে মনোনীত শুদ্ধাচার পুরস্কার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক মোঃ আয়ুব আলীকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১১-২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে মনোনীত শুদ্ধাচার পুরস্কার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড যশোর পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ তাওহীদুল ইসলাম, ও

কক্সবাজার পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামীকে নাগরিক সেবায় সেরা উদ্ভাবনের জন্য ট্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## ৬৪ জেলায় ছোট নদী খাল জলাশয় অবৈধ দখলমুক্ত অভিযান



বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার

২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় ছোট নদী খাল জলাশয় অবৈধ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে একযোগে উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে ঢাকায় মোহাম্মদপুরে রামচন্দ্রপুর খাল দখলমুক্ত করা দখলমুক্ত অভিযান কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার। এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন খালের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ফলে খালকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। ফলে খালে পানি প্রবাহ বাড়বে এবং শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তিনি দেশব্যাপি এই দখলমুক্ত অভিযান সফলের লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী অখিল কুমার বিশ্বাস, ঢাকা সার্কেলের তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী আবদুল মতিন সরকারসহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

## “বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পানি সম্পদ উপমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন”



পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে তিনি ৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সকল শহীদদের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ হাবিবুর রহমান, পশ্চিমাঞ্চল ফরিদপুরের প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী, ফরিদপুর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল হেকিম, গোপালগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী বিশ্বনাথ বৈদ্যসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## মহান ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব রোকন উদ-দৌলা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ এম আমিনুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন কাজী শাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক পূর্ব রিজিয়ন মহম্মদ আলী, প্রধান প্রকৌশলী কেন্দ্রীয় অঞ্চল অখিল কুমার বিশ্বাসসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল স্তরের কর্মচারি কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অমর ২১শে শহীদদের স্মরণে ও জাতীয় মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।



পুষ্পার্ঘ্য অর্পনে করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

উল্লেখ্য ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিত গুলি চালিয়ে ছিল। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার এবং নাম না জানা অসংখ্য ছাত্র জনতা শহীদ হয়েছিল।

মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৫২ সালে বাংলা মায়ের বীর সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ভাষার জন্য আত্মত্যাগের অভূতপূর্ব এক

ইতিহাস। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির এ আত্মত্যাগ প্রাণিত করেছিল সারা বিশ্বের মানুষকে। তারই ফলে মেলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে ইউনেসকো। ফলে তখন থেকে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় পৃথিবীর সব দেশে।

## প্রকৌশলী এ.এম. আমিনুল হক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নতুন মহাপরিচালক



প্রকৌশলী এ. এম. আমিনুল হক

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

প্রকৌশলী এ. এম. আমিনুল হক ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পুরকৌশলে বিএসসি-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯১ সালে এআইটি ব্যাংকক হতে মাস্টার্স ইন হাইড্রলিক এন্ড কোস্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩৬ বছর চাকুরী জীবনে তিনি পরিকল্পনা, নকশা দপ্তরসহ মাঠ

পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে বাপাউবোর নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে এবং বিভিন্ন কাজে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরিকালীন সময়ে শ্রীলংকা, নেপাল, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড এবং থাইল্যান্ডসহ তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন কয়ড়া দত্তপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

## নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে যোগদান



প্রকৌশলী মোঃ হাবিবুর রহমান



প্রকৌশলী মহম্মদ আলী



প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

প্রকৌশলী মোঃ হাবিবুর রহমান গত ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক, Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বুয়েট থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯০ সালে Asian Institute of Technology, Thailand থেকে এম. ইঞ্জিনিয়ারিং (পানি সম্পদ) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাপাউবোতে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের নকশা, পরিকল্পনা, খুলনা-যশোর নিষ্কাশন প্রকল্প, STIFF-1, CDSP-3, ECRRP, CEIP-1 প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরিকালীন সময়ে তিনি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ভারতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশলী মোঃ হাবিবুর রহমান ১৯৬১ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন ফেলো এবং American Society of Civil Engineers (ASCE) এর সক্রিয় সদস্য।

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

প্রকৌশলী মহম্মদ আলী গত ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেছেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বোর্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী এর প্রধান প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন। মহম্মদ আলী ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বি.এসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৯৪ সালে ইংল্যান্ডের UMIST - দি ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে “ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট” বিষয়ে এম এ স সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি জুন ১৯৮৫ সালে বাপাউবোতে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি বাপাউবোর নকশা দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার কর্মকালে বাপাউবোর নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরিকালীন সময়ে তিনি ইংল্যান্ড, তুরস্ক, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, পর্তুগাল ও স্পেনসহ বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে যশোর শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিকল্পনা পদে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী নকশা পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বুয়েট থেকে বি.এসসি.ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যুক্তরাজ্যের সাউথ হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে পানি সম্পদ বিষয়ে এম. এসসি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে বাপাউবোতে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের নকশা দপ্তরের বিভিন্ন পদে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৫ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস, জাপান, চীন, ও ভারতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন ১৯৬১ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন সদস্য।

## মহাপরিচালক মাহফুজুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা



বিদায়ী মহাপরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমানের অবসরজনিত কারণে বিদায় সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম মহাপরিচালক এর কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করেন। সভায় বক্তারা বিদায়ী মহাপরিচালকের অবসর সুখ ও শান্তিময় জীবন কামনা করেন। বিদায় সংবর্ধনা সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পাবনার তালিমনগরে নব নির্মিত পাম্প হাউজ পরিদর্শন

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন মোঃ হাবিবুর রহমান পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার তালিমনগরে নির্মিত পাম্প হাউজ পরিদর্শন করেন। এ সময় পাবনা পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এস এম শহিদুল ইসলাম জানান পাবনা সদর উপজেলার ভারারা রেগুলেটরের নিকট পদ্মা নদী হতে উৎপত্তি হয়ে বাদাই নদী পাবনা শহরের প্রায় ১৫ কিঃমিঃ পূর্বে গাজনার বিলে মিলিত হয়েছে। এরপর সুজানগর উপজেলার তালিমনগরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদী এবং এর শাখাসমূহে গত কয়েক দশক ধরে পলি জমে পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে, গাজনার বিল এবং তৎসংলগ্ন এলাকার পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য সেচের পানির সংকট দেখা দেওয়ায় প্রকল্প এলাকায় চাষাবাদের সমস্যা হচ্ছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের অবনতি ঘটেছে। সেই সাথে বর্ষাকালে বিল এলাকায় বৃষ্টি ও বন্যার পানির দ্বারা প্রাণিত থাকে এবং বন্যার কবল থেকে শুষ্ক মৌসুমে চাষের পানির অভাবে গাজনার বিল এলাকায় কৃষি কাজ ব্যাহত হচ্ছে। উল্লিখিত সমস্যার সমাধানকল্পে চাষ উপযোগী জমির আওতাবৃদ্ধি, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, পানি নিয়ন্ত্রণ-নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শস্য ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গবাদি পশু উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাবনা জেলার সুজানগর, বেড়া ও সাথিয়া উপজেলায় গাজনার বিলকে কেন্দ্র করে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

তাছাড়া এ প্রকল্পে বাদাই নদীর ৪৭.৭৩০ কিলোমিটার ও ৯০.১৮০ কিলোমিটার শাখা খাল পুনঃখনন এবং তালিমনগর পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করে নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করে ১৭০০০ হেক্টর

জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে। বাদাই নদীর শাখা খালে পানি নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মোট ৪৭০০০ হেক্টর জমির মধ্যে সুবিধা প্রাপ্ত (benefited area) ১৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা হবে। সেচ ও নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীভূত করন সহ ভূ-উপরিষ্ক পানি ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে মৎস্য চাষ, বোরো শস্য এবং টি-আমন উৎপাদন সম্প্রসারণ করা হবে। কৃষিজাত পণ্য, মৎস্য উৎপাদন, বনায়ন এবং প্রাণি সম্পদের জন্য পরিবহন সুবিধা হবে। স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বিশেষ করে হতদরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধক এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা।

প্রকল্পটি পরিপূর্ণভাবে চালু হলে বর্ষার সময় অতি বর্ষণে গাজনার বিল ও তদসংলগ্ন নিচু জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে না। বিল সংলগ্ন নিচু জমি হতে সংযোগ খালের মাধ্যমে পানি বাদাই নদী দিয়ে যমুনা নদীতে নিষ্কাশিত হবে। বিলে প্রচুর পানি জমে গিয়ে যাতে জলাবদ্ধতা তৈরী হতে না পারে সে লক্ষ্যে পাম্প চালু করে ৭.৫০ মিঃ (পিডব্লিউডি) এর উপর সমস্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা যাবে।

শুষ্ক মৌসুমে যখন শাখা নদী ও খালে পানি থাকেনা তখন যমুনা নদীর পানি শাখা নদী ও সংযোগ খালে



পরিদর্শন করছেন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

৭.৫০ মিঃ (পিডব্লিউডি) পর্যন্ত পানি পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে। কৃষক প্রয়োজন মোতাবেক শাখা নদী ও সংযোগ খাল হতে লো-লিফট পাম্পের মাধ্যমে প্রয়োজন মোতাবেক সেচ দিতে পারবে। এতে কৃষি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে।

এছাড়াও দুটি ব্রীজ নির্মাণ করায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে এবং তালিমনগর পাম্প হাউজ একটি স্থানীয় ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি সফল প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

পরিদর্শনকালে মহম্মদ আলী অতিরিক্ত মহাপরিচালক পূর্ব রিজিয়ন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পাবনা প ও র সার্কেল এস এম শহিদুল ইসলাম, FRERMIP প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম চৌবেসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সম্মেলন, ২০১৯



স্টল পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে গত ০৪-০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে “সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সম্মেলন, ২০১৯” অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের “হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প” এর স্টল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রকল্পের সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে স্পীকারকে অবহিত করেন। এ সময়ে স্পিকারের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

## দুর্যোগ বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

গত ২২ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলা মিলনায়তনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ বিষয়ক আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা RIMES এবং ইসলামিক রিলিফ, বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বন্যা বিপদসীমা সম্পর্কিত উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভায় ইসলামপুর উপজেলার বসবাসকারী স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও এলাকার জনগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশ গ্রহনকারীদের বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বাহাদুরাবাদে গেজ স্টেশনের নদীর পানি সমতল বিপদসীমা থাকা অবস্থায় বা বিপদসীমার অতিক্রমের পূর্বেই তৎসংলগ্ন অনেক এলাকায় বন্যায় আক্রান্ত হয়। তাদের ধারণায় ১৯৮৮ সালের বন্যার পর থেকে হরিণধরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যাওয়ায় এবং নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে বন্যা বিপদসীমা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাহাদুরাবাদ গেজ স্টেশনের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত তৎসংলগ্ন এলাকার বন্যা পূর্বাভাস অনেক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছায় না। ফলে আসন্ন বন্যার

খবর না জানায় তাদের বন্যার পূর্বে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয় না। তারা দুর্যোগে স্বীকার হন। জন



সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রতিনিধিদের দাবী বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস সংবাদ জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় ডিসপেন্সার মাধ্যমে প্রদর্শন এবং স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও মসজিদে অবগত করলে তা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অবিভাবকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

আলোচনা শুরুতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আরিফুজ্জামান ভূইয়া তার উপস্থাপনায় বলেন নদীর পানি একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিপদসীমা অতিক্রম করে গেলে বন্যা প্রারম্ভিক অবস্থা বুঝানো হয়। আমাদের দেশে ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৭, ২০১৯ সালে বড় বন্যা পরিলক্ষিত হয়। এই বন্যার তথ্য নির্ধারণের জন্য দেশে বিভিন্ন নদীতে ৩৫৬টি গেজ স্টেশন আছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২৯ টি প্রধান নদীর ৫৪টি স্থানে পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে। তিনি আরও জানান যে, জামালপুরের বাহাদুরাবাদ স্টেশনের বিপদসীমা মান পরিবর্তনসহ ইউনিয়ন ভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করবে। ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আবু সাঈদ।

## শোক সংবাদ



মোঃ ইব্রাহিম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অডিট পরিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ ইব্রাহিম গত ২৭ জানুয়ারী ২০২০ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। গত ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।



আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ১পুত্র ও ১কন্যা রেখে গেছেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।



আব্দুর রব খান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ম্যাকানিক্যাল) আব্দুর রব খান ২ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ১১ টায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি একপুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে তার রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করা হয়েছে।

# নীল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় - এক অপার সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দ্বার উন্মোচিত

মোঃ মাহফুজুর রহমান

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রিভার ম্যানেজমেন্ট



সাগর, মহাসাগর - নীল লোনা জল, আর সে জলে ডুবে আছে যেন পৃথিবীর সব সম্পদ।

যেন ঠাকুর মার ঝড়ির- সে রূপ কথার দৈত্য - দানবের দেশ, যেখানে দৈত্য দানবেরা পৃথিবীর সব সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে সমুদ্রের নীল লোনা জলে, জলের নীচে, আরও নীচে একবারে সমুদ্রের তলদেশে, তলদেশেরও তলদেশে। তাইতো হয়তো জীন-পরী-দৈত্য-দানবের গল্পে দক্ষিণে যেতে বারণ করা হয়েছে। কারণ, আমাদের তো বটেই এ পৃথিবীরই সাগর - মহাসাগরের অধিকাংশ রয়েছে দক্ষিণ ঘোলাধে।

নীল লোনা জলে, জলের নীচে, আরও নীচে একবারে সমুদ্রের তলদেশে, তলদেশেরও তলদেশে - কারণ, জল শুকালে সম্পদ, জলে রয়েছে সম্পদ, (মাছ, ঝিনুক) জলের উপর দিয়ে চলাচলে সম্পদ, (জাহাজ চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্য পোর্ট) জলের স্পর্শে সম্পদ, (পর্যটন সী বীচ, পর্যটন) জলের নীচে রয়েছে সম্পদ (খনিজ লবন, মুক্তা ও মূল্যবান ধাতব) আরও নীচে রয়েছে সম্পদ (তেল, গ্যাস, খনিজ পদার্থ, লবন) - যেন যাদুর জল, নীল লোনা জল। সে সম্পদের টেকসই ব্যবহার, আহরণ ও সংরক্ষণের অর্থনীতিই হল নীল অর্থনীতি (Blue economy)।

তাই তো নীল অর্থনীতি - এক অপার সম্ভাবনাময় অর্থনীতির ক্ষেত্র- আমাদেরকে যেন তা আহরণে হাতছানি দিচ্ছে।

নীল অর্থনীতি বা (Blue economy) হল সামুদ্রিক ভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশ যা মানুষের কল্যাণ ও সামাজিক সাম্যকে উন্নত করে এবং পরিবেশগত ঝুঁকি (Risk) ও পরিবেশগত ঘাটতি ( Ecological scarcity ) হ্রাস করে। ইহার সহজ অর্থ হল টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। আমাদের এ গ্রহের প্রায় ৭২ শতাংশই সমুদ্র-মহাসমুদ্রগুলো দখল করে আছে এবং বিশ্ব জনসংখ্যার বিশাল অংশের খাদ্য ও জীবিকা সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ বানিজ্যই সমুদ্র নির্ভর।

বেলজিয়ামের নাগরিক গুল্টার পউলি সমুদ্র অর্থনীতি (Blue Economy) ধারণাটি (Concept) তৈরি করেন যা ২০১২ সালে ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরিওতে জাতীসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাণ (SDG) সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন (The Earth summit, Rio+20) তে স্বীকৃত হয়। নীল অর্থনীতির ক্ষেত্র গুলো:-

১। সামুদ্রিক বানিজ্য এবং বন্দর (Maritime transport and ports) : সামুদ্রিক বানিজ্য, পোর্ট এবং হারবার সুবিধা, সামুদ্রিক সংরক্ষণ কার্যাদি, Amenity values যথা: আমোদ প্রমোদ, মনের সুস্থতা (Mind fresh) ও বিনোদনের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস, অনুষ্ঠান বা ভ্রমণের একান্তর স্থানীয় মূল্য ইত্যাদি।

২। সামুদ্রিক মৎস আহরণ: প্রাকৃতিক মৎস আহরণ। ৩। সমুদ্র উপকূলের লোনা জলে মৎস ও লবন চাষ।

৪। কৃত্রিমভাবে বানিজ্যিক সামুদ্রিক মৎস জাতীয় খাদ্য ও সৌন্দর্য বর্ধনকারী দ্রব্যাদির চাষ (Mari culture, sport fishing, (Recreational/ Substance fishing ) ইত্যাদি। (Mari culture - সমুদ্রের খোলা জলে কৃত্রিম আবদ্ধ পুকুর সৃষ্টি করে বা টাংক স্থাপন করে খাদ্য জীব যেমন চিংড়ী মাছ, ফিনফিস, সেলফিস, খাদ্য তৈরীর শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ, মুক্তার জন্য ঝিনুক চাষ, মানুষের ও পশুর জন্য খাদ্য- ঐশ্ব্য- জ্বালানীর জন্য আগাছা চাষ ইত্যাদি)।

৫। খনিজ সম্পদ আহরণ (Offshore petroleum) : তৈল, গ্যাস ইত্যাদি খনিজ সম্পদ আহরণ।

৬। সংরক্ষণ ও পরিবেশগত উন্নয়ন (Conservation and environmental protection) : সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার। সামুদ্রিক ও পরিবেশের দূষণ/ক্ষতি না করে সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এমনভাবে আহরণ করা যাতে দূষণ ও অতিমাত্রা আহরণের ফলে সম্পদ নিঃশেষ হয়ে না যায়। এর জন্য সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করা, সামুদ্রিক মাছের অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা, সমুদ্র তীর হতে নির্দিষ্ট দূরে এবং নির্দিষ্ট আকারের নীচে মাছ শিকার না করা, সামুদ্রিক সীমা সংরক্ষণ, পাহারা ও কোস্টাল পুলিশিং ব্যবস্থা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ইত্যাদি এর অর্ন্তভুক্ত।

৭। পর্যটন (Tourism) : সী বীচ ও হোটেল-মোটেল এবং সংশ্লিষ্ট বানিজ্য, সামুদ্রিক ভ্রমণতরী (Cruise ship), ইয়াচিং(Yaching) ইত্যাদি ব্যবস্থা।

৭। সামুদ্রিক জীবাশ্ম আহরণ : মৃত ঝিনুক, মুক্তা, কোরাল ইত্যাদি আহরণ।

৮। সামুদ্রিক খনন ও সামুদ্রিক খনিজ দ্রব্যাদির আহরণ (Dredging + aggregates extraction) : খনিজ বালি সংগ্রহ, জাহাজ চলাচলের জন্য সামুদ্রিক খনন কাজ।

৯। নীল শক্তি (Blue energy) সামুদ্রিক জোয়ার ভাটা, পানির শ্রোত, সামুদ্রিক পানির ডেউ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন। সমুদ্রের তীরে, অগভীর পানিতে বা চরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও বাতাস কল (Wind Mills) স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

১০। জল কৃষি/জলজ চাষ (Aqua culture): কৃত্রিমভাবে বানিজ্যিক সামুদ্রিক মৎস জাতীয় খাদ্য ও সৌন্দর্য বর্ধনকারী দ্রব্যাদির বা মাছ জাতীয় প্রাণীর খাদ্য চাষ।

নীল অর্থনীতির লক্ষ্যগুলো :

ক) অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য (Economic diversification) খ) উচ্চ মূল্যযুক্ত কর্মসংস্থান (High values job creation)

গ) খাদ্য নিরাপত্তা (Ensure food security) নিশ্চিত করণ। ঘ) সামুদ্রিক পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রক্ষা করণ।

নীল অর্থনীতির উদীয়মান শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলো (Emerging sectors of Blue Economy):-

১। নীল শক্তি:

- উপকূলবর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক ব্যারেজ (Tidal Barrage) নির্মাণের মাধ্যমে জোয়ার ভাটায় বিদ্যুৎ উৎপাদন।

- সামুদ্রিক ডেউ (Wave energy) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন। -

-সমুদ্র শ্রোত ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

- সমুদ্র তীরে বা অগভীর সমুদ্রে বা চরাঞ্চলে সোলার প্যানেল (Solar panel) স্থাপন করে বা বাতাস কল ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন।

- মহাসামুদ্রিক তাপীয় শক্তি (Ocean thermal converted) - মহাসমুদ্রের গভীরের শীতল জল এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রের উপরিভাগের উষ্ণজল এর তাপমাত্রার তফাৎ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

-জীবাশ্ম জ্বালানী (Hydrocarbons) হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(ক) সমুদ্র উপকূলে Tidal Barrage নির্মাণের মাধ্যমে জোয়ার এবং ভাটা কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন এর কয়েকটি ছবি:

(গ) সমুদ্র তীরে বা অগভীর সমুদ্রে বা চরাঞ্চলে সোলার প্যানেল (Solar panel) স্থাপন করে বা বাতাস কল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন:

(ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানী (Hydrocarbons) ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি:

সাংগু গ্যাস ফ্লাটফর্ম,বাংলাদেশ (curtesy: The Financial Express)

২। জলজ চাষ (Aqua culture):

- খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security)

- প্রাণির খাদ্য উৎপাদন (Animal Feed)

(ক) সাগরে কৃত্রিম পুকুর তৈরী করে বা বন্ধ/ খোলা খাঁজায় মাছ/ঝিনুক চাষ:

(খ) সাগরে আগাছা বা ঘাস চাষ (Sea Wood or Sea Grass Farming):

সাগরের ঘাস বা আগাছা দেশে দেশে সুস্বাদু ও উচ্চ পুটিন সমৃদ্ধ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে, তাছাড়া খাওয়ার তৈল, বায়োকেমিক্যাল ও হারবাল ঐশ্ব্য, জেট ফুয়েল, সার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি (যেমন মিথেন, নাইট্রোজেন, ইথানল ইত্যাদি), সবুজ ডিজেল, গৃহস্থালী জ্বালানী শত শত কাজে ব্যবহার হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক নীল কার্বন চাষাবাদ হচ্ছে।

(গ) সামুদ্রিক শসা চাষ (Sea Cucumber Farming): অত্যন্ত মূল্যবান, পণ্ড - পাখির মাংসের বিকল্প হিসাবে ফাস্ট পুডে ব্যবহার হচ্ছে এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে)

## পানি সম্পদ উপমন্ত্রীর গোপালগঞ্জের পাচুরিয়া প্রকল্প পরিদর্শন



### পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

পরিদর্শন শেষে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এ সময় উপমন্ত্রীকে জানানো হয়, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপালগঞ্জ পৌরসভার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম হতে উত্তর-পূর্বে মরা মধুমতি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। মরা মধুমতি নদীর ভাটিতে মধুমতি নদীর মূল প্রবাহ ও উজানে মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলকে সংযুক্ত করেছে। অন্য দিকে পাঁচুড়িয়া খাল গোপালগঞ্জ পৌরসভার পাঁচুড়িয়া বাজার নামক স্থান হতে দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার নকড়িরচর নামক গ্রামে বর্ণি বাওড়ের সহিত যুক্ত হয়েছে। ঐতিহাসিকগণের মতে বর্ণিত এই খালটিকে পঞ্চাশের দশক হতে ষাটের দশক পর্যন্ত সময়কালে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঘিয়ারকুল নদীর তীরে অবস্থিত টুঙ্গিপাড়ার নিজ পৈত্রিক বাড়ি হতে নৌকাযোগে বর্ণি বাওড় হয়ে

পাঁচুড়িয়া খাল পথে, বর্তমান গোপালগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত পাঁচুড়িয়া বাজার এলাকায় নেমে গোপালগঞ্জে আসা যাওয়া করতেন। কালের বিবর্তনে ঐতিহাসিক পাঁচুড়িয়া খালটি তাঁর ইতিহাস ঐতিহ্য হারিয়েছে। বৃষ্টিধৌত পলি ভরাট, স্থানীয় জনমানুষের অবৈধ দখল, জংগল ও আবর্জনায়া আচ্ছাদিত হওয়া এরকম নানা ধরণের প্রাকৃতিক ও মনুবসৃষ্ট সমস্যায় জর্জরিত বর্তমানের পাঁচুড়িয়া খালটি। এছাড়া গোপালগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক সুয়ারেজ লাইনসহ ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংযোগ পাঁচুড়িয়া খালের সহিত হওয়ায় খালের পানি দুর্গন্ধ ও দূষিত হয়ে পড়েছে। ষাটের দশকে তৎকালীন জেলা পরিষদ, ফরিদপুর কর্তৃক পাঁচুড়িয়া খাল ও মরা মধুমতি নদীর সংযোগ স্থলে ক্রোজার নির্মাণ করে গোপালগঞ্জ শহরের মধ্য দিয়ে ঘোনাপাড়া পর্যন্ত একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা ও পাঁচুড়িয়া বাজার গড়ে তুলেছে। ফলে মরা মধুমতি নদী ও বর্ণি বাওড়ের মধ্যকার প্রাকৃতিক প্রবাহ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত নৌকট পুনরুদ্ধারের জন্য পাঁচুড়িয়া খালটিকে পুনঃখনন করা এখন

স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও এলাকার জনগণের জোরালো দাবীতে পরিনত হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে পাঁচুড়িয়া খালের নিষ্কাশন ব্যবস্থা পানি ধারণ ক্ষমতা, নৌ-চলাচল, উভয় তীরের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদকরণসহ উভয় তীরের বন-জংগল অপসারণ করে সৌন্দর্য বর্ধন ও বৃক্ষরোপণ করে সবুজ বেষ্টিত তৈরীকরণ কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের জোরালো তাগিদ রয়েছে।

সে লক্ষ্যে বর্তমানে এ খালটির ৮ কিমি. অংশে DPM পদ্ধতিতে ৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে। এপ্রিল ২০২০ তারিখের শেষে চলমান কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবদুল হেকিম, নির্বাহী প্রকৌশলী বিশ্বজিত বৈদ্যসহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

### জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুনসী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

নির্বাহী সম্পাদক : মোঃ খুরশীদ আলম, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক : শামীম আরা ভূঞা ও মোঃ তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।

চিত্র গ্রহণ: মো: মনিরুজ্জামান, ফটোগ্রাফার, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd